আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১০

(১)সেই জায়গা ছেড়ে তিনি ইহুদিয়া ও জর্দান নদীর অন্য পারে গেলেন এবং অনেক লোক তাঁর কাছে এসে জড়ো হলো। তখন তিনি তাঁর নিয়ম অনুসারে তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন।

(২)কয়েকজন ফরিসি এসে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করলেন, "স্ত্রীকে তালাক দেয়া কি শরিয়ত-সম্মত?" (৩)তিনি তাদের উত্তর দিলেন, "হযরত মুসা আ. আপনাদের কী আদেশ দিয়েছেন?" (৪)তারা বললেন, " হযরত মুসা আ. তালাকনামা লিখে স্ত্রীকে তালাক দেবার অনুমতি দিয়েছেন।" (৫)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "আপনাদের হৃদয় কঠিন বলেই তিনি আপনাদের জন্য এ-আদেশ লিখেছিলেন। (৬)কিন্তু সৃষ্টির শুরুতে 'আল্লাহ তাদের নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন। (৭)এজন্যই মানুষ তার পিতা-মাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সাথে যুক্ত হবে আর তারা দু'জন একদেহ হবে।' ৮তাই তারা আর দুই নয় কিন্তু একদেহ। ৯সুতরাং আল্লাহ যা যুক্ত করেছেন, মানুষ তা আলাদা না করুক।" (১০)অতঃপর হাওয়ারিরা ঘরের ভেতরে তাঁকে আবার এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। (১১)তিনি তাদের বললেন, "যে কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে, সে তার সাথে জিনা করে। (১২)আবার স্ত্রী যদি স্বামীকে তালাক দিয়ে অন্যকে বিয়ে করে, তাহলে সেও জিনা করে।"

(১৩)লোকেরা কয়েকটি শিশুকে তাঁর কাছে নিয়ে এলো, যেনো তিনি তাদের স্পর্শ করেন; কিন্তু হাওয়ারিরা তাদের তিরস্কার করতে লাগলেন। (১৪)হযরত ইসা আ. তা দেখে অসন্তুষ্ট হলেন এবং তাদের বললেন, "শিশুদেরকে আমার কাছে আসতে দাও, বাধা দিয়ো না; কারণ আল্লাহর রাজ্য এদের মতো লোকদেরই। (১৫)আমি তোমাদের সত্যি বলছি, শিশুদের মতো আল্লাহর রাজ্য গ্রহণ না করলে কেউ কোনোভাবেই তাতে ঢুকতে পারবে না।" (১৬)তিনি সেই শিশুদেরকে কোলে নিলেন ও তাদের মাথায় হাত রেখে দোয়া করলেন।

(১৭)তিনি আবার যখন পথে বের হলেন, তখন এক লোক দৌঁড়ে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললো, "হে মহান ওস্তাদ, আল্লাহর দিদার পেতে হলে আমাকে কী করতে হবে?"

(১৮)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "আমাকে কেনো তুমি মহান বলছো? এক আল্লাহ ছাড়া আর কেউই মহান নয়। (১৯)তুমি তো হুকুমগুলো জানো, 'খুন করো না, জিনা করো না, চুরি করো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, অন্যকে ঠকিয়ো না, বাবা-মাকে সম্মান করো।'" (২০)লোকটি তাঁকে বললো, "হুজুর, তরুণ বয়স থেকে আমি এসব পালন করে আসছি।"

(২১)হযরত ইসা আ. তার দিকে তাকালেন এবং মমতায় পূর্ণ হয়ে বললেন, "একটি জিনিস তোমার বাকি আছে। যাও, তোমার যা-কিছু আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান করে দাও। তাতে তুমি বেহেস্তে ধন পাবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ কারো।" (২২)একথা শুনে লোকটির মুখ কালো হয়ে গেলো। তার অনেক ধন-স¤পত্তি ছিলো বলে সে দুঃখিত হয়ে চলে গেলো। (২৩)তখন হযরত ইসা আ. চারদিকে তাকিয়ে তাঁর হাওয়ারিদের বললেন, "ধনীদের পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা কতোই-না কঠিন!" (২৪)তাঁর কথা শুনে হাওয়ারিরা আশ্চর্য হলেন। হযরত ইসা আ. আবার তাদের বললেন, "সন্তানেরা, আল্লাহর রাজ্যে ঢোকা কতোই-না কঠিন!

(২৫)কোনো ধনীর পক্ষে আল্লাহর রাজ্যে ঢোকার চেয়ে সুচের ছিদ্র দিয়ে উটের চলে যাওয়া সহজ। " (২৬)তারা আরো অবাক হয়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, "তাহলে কে নাজাত পাবে?" (২৭)তাদের দিকে তাকিয়ে হযরত ইসা আ. বললেন, "মানুষের পক্ষে এটি অসম্ভব হলেও আল্লাহর কাছে অসম্ভব নয়- তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।"

(২৮)হযরত সাফওয়ান রা. তাঁকে বললেন, "দেখুন, আমরা তো সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আপনার পেছনে এসেছি।" (২৯)হযরত ইসা আ. বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার ও ইঞ্জিলের জন্য বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে ও জায়গা জমি ছেড়ে দিয়েছে, (৩০)সে এ-যুগেই তার একশো গুণ বেশি বাড়িঘর, ভাইবোন, বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে ও জায়গা-জমি পাবে এবং সাথে সাথে অত্যাচারও ভোগ করবে আর পরকালে আল্লাহর দিদার লাভ করবে। (৩১)কিন্তু যারা প্রথমে আছে, তাদের মধ্যে অনেকে শেষে পড়বে আর যারা শেষে আছে, তারা প্রথম হবে।"

(৩২)অতঃপর তারা জেরুসালেমের পথে রওনা দিলেন। হযরত ইসা আ. তাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। তারা অবাক হলেন এবং যে-লোকেরা পেছনে পেছনে আসছিলো, তারা ভয় পেলো। তিনি আবার সেই বারোজনকে কাছে ডেকে নিজের ওপর কী হতে যাচ্ছে তা বলতে লাগলেন। বললেন, "দেখো, আমরা জেরুসালেমে যাচ্ছি। (৩৩)সেখানে ইবনুল-ইনসানকে প্রধান ইমামদের ও আলিমদের হাতে তুলে দেয়া হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুর উপযুক্ত বলে দোষী করবে, তারপর তাঁকে অ-ইহুদিদের হাতে তুলে দেবে। (৩৪)তারা তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করবে, তাঁর মুখে থুথু দেবে, তাঁকে চাবুক মারবে এবং হত্যা করবে। আর তিন দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠবেন।"

(৩৫)হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না ইবনে জাবিদি তাঁর কাছে এসে বললেন, "হুজুর, আমাদের ইচ্ছা এই যে, আমরা যা চাবো, আপনি আমাদের জন্য তাই করবেন।" (৩৬)তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কী চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করবো?"

(৩৭)তারা তাঁকে বললেন, "আমাদের এই বর দিন, আপনি মহিমাপ্রাপ্ত হলে আমরা যেনো একজন আপনার ডান পাশে ও অন্যজন বাঁ পাশে বসতে পারি।"

(৩৮)কিন্তু হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "তোমরা যা চাচ্ছো তা তোমরা জানো না। যে-গ্লাসে আমি পান করতে যাচ্ছি তাতে কি তোমরা পান করতে পারো? কিংবা যে-বায়াত আমি গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা কি তোমরা গ্রহণ করতে পারো?" (৩৯)তারা তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা পারি।" তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, "যে-গ্লাসে আমি পান করবো, তোমরা অবশ্যই তাতে পান করবে; আর যে-বায়াত আমি গ্রহণ করবো তা তোমরাও গ্রহণ করবে; (৪০)কিন্তু যাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, তাদের ছাড়া অন্য কাউকেই আমার ডান কিংবা বাঁ পাশে বসতে দেবার অধিকার আমার নেই।"

(৪১)বাকি দশজন এসব কথা শুনে হযরত ইয়াকুব রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.র ওপর বিরক্ত হলেন। (৪২)তখন হযরত ইসা আ. তাদেরকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা জানো যে, অ-ইহুদিদের শাসনকর্তারা তাদের ওপর প্রভু হয় এবং তাদের নেতারা তাদের ওপর হুকুম চালায়। (৪৩)তোমাদের সে রকম হওয়া উচিত নয়। তোমাদের মধ্যে যে বড়ো হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের সেবাকারী হতে হবে (৪৪)আর তোমাদের মধ্যে যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই সকলের গোলাম হতে হবে। (৪৫)বস্তুত ইবনুল-ইনসান সেবা পেতে আসেননি বরং সেবা করতে এবং অনেক লোকের গুনাহের নাজাতের মূল্য হিসেবে নিজের প্রাণ দিতে এসেছেন।"

(৪৬)পরে তারা জিরিহোতে এলেন। যখন তিনি হাওয়ারিদের ও অনেক লোকের সাথে জিরিহো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বরতিময় নামে এক অন্ধ ভিখারি পথের পাশে বসে ছিলো। (৪৭)"নাসরত গ্রামের হযরত ইসা আ. আসছেন"- একথা শুনে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, "দাউদের বংশধর হযরত ইসা আ, আমার প্রতি রহম করুন।" (৪৮)এতে অনেকে তাকে ধমক দিলো, যেনো সে চুপ করে কিন্তু সে আরো চিৎকার করে বললো, "দাউদের বংশধর, আমার প্রতি রহম করুন।"

(৪৯)হযরত ইসা আ. থেমে বললেন, "ওকে ডাকো।" তারা অন্ধ লোকটিকে ডেকে বললো, "সাহস করো, ওঠো; উনি তোমাকে ডাকছেন।" (৫০)তখন সে তার গায়ের চাদরটি ফেলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হযরত ইসা আ. এর কাছে গেলো। (৫১)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি কী চাও? আমি তোমার জন্য কী করবো?" অন্ধ লোকটি তাঁকে বললো, "হুজুর, আমি যেনো আবার দেখতে পাই।" (৫২)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "যাও, তোমার ইমান তোমাকে সুস্থ করেছে।" তাতে তখনই লোকটি আবার দেখতে পেলো এবং পথ দিয়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।